৪.৪ মহকুমাশাসক

পল এইচ. অ্যাপেলবির মতে, "অতিরিক্ত কাজের চাপ, কম কর্মী সংখ্যা, প্রশাসনিক ভূমিকার সঠিক মূল্যায়নের অভাব" জেলাশাসকের অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য। এহেন সমস্যার মোকাবিলায় ১৮৪৪ সালে এক একটি জেলাকে কয়েকটি মহকুমা (Sub-division)-এ ভাগ করা হয়, যাঁর দায়িত্বে থাকেন মহকুমাশাসক। কয়েকটি ব্লক নিয়ে গঠিত হয় একটি মহকুমা এবং কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গড়ে ওঠে একটি ব্লক। ব্লকের প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক তথা বিডিও (BDO)।

মহকুমার দায়িত্বভার অর্পিত থাকে মহকুমাশাসকের হাতে। ব্রিটিশ শাসনকালে প্রশাসনের সুবিধার জন্য জেলাকে এক অথবা একাধিক মহকুমায় ভাগ করা হয়। মহকুমাশাসক I.C.S. অথবা B.C.S. কৃত্যক পরিষেবা থেকে নিযুক্ত হতেন। স্বাধীনতা-

উত্তরকালে তরুণ সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক আধিকারিককে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যকের ক্ষেত্রে কয়েক বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হলে মহকুমাশাসক পদে নিয়োগ করা হয়।

জেলাশাসকের কাজের সাফল্য নির্ভর করে মহকুমাশাসক ও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের সক্রিয় সহযোগিতার ওপর। মহকুমাস্তরে উন্নয়নের দায়িত্বে থাকেন মহকুমাশাসক। তাঁর এলাকার মধ্যে মহকুমাশাসকের দায়িত্ব জেলাস্তরে জেলাশাসকের মতো। মহকুমাস্তরে সরকারি কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন মহকুমাশাসক। তিনি জেলাশাসককে সর্বভাবে প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করেন। জেলা প্রশাসন পরিচালনায় মহকুমাশাসক একজন অপরিহার্য ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হন।

মহকুমা স্তরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধি ও Code of Criminal Procedure-এর কয়েকটি নির্দিষ্ট ধারা তিনি প্রয়োগ করতে পারেন। প্রারম্ভিক কালে তিনি সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করতেন এবং ফৌজদারি মামলা গ্রহণ ও তা বিচারের জন্য অধীনস্থ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে অর্পণ করতেন। নির্দেশমূলক নীতি অনুযায়ী বিচারবিভাগ স্বতন্ত্র হওয়ার পরে মহকুমাশাসক আর বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করেন না। তিনি কেবলমাত্র প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট (Executive Magistrate) হিসেবে কাজ করেন। পুলিশি প্রশাসনের কিছু দায়িত্ব তিনি বহন করেন।

মহকুমাশাসক রাজস্ব সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে জেলাশাসককে সাহায্য করেন। তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করেন, জমির সীমানা নির্দেশ ও জমির রেকর্ড তৈরি ও সংরক্ষণ করেন, জমির মূল্য নির্ধারণ, খাজনা স্থিরীকরণ ও সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। জমি সংক্রান্ত বিতর্কের নিষ্পত্তিতে তাঁর ভূমিকা থাকে।

তিনি মহকুমার জনস্বাস্থ্য, কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন।

তিনি গোষ্ঠী উন্নয়ন প্রকল্পের (Community Development Programme) রূপায়ণ ও তার প্রয়োগের তত্ত্বাবধান করেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা খরা, বন্যা প্রভৃতি অথবা মনুষ্য সৃষ্ট সমস্যা যথা যুদ্ধ, দাঙ্গা ইত্যাদিতে ত্রাণ, পুনর্বাসন ইত্যাদির দায়িত্বে থাকেন।

লাইসেন্স প্রদান করা মহকুমাশাসকের অন্যতম দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সাধারণ ব্যবসা, বস্তু থেকে বন্দুকের লাইসেন্স প্রদানও এই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

মহকুমাস্তরে সংঘটিত যাবতীয় ঘটনাক্রম সম্বন্ধে মহকুমাশাসক জেলাশাসককে অবহিত করেন। তিনি একদিকে জেলাশাসক ও অন্যদিকে পঞ্চায়েত সমিতি, বিডিও ও জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেন।

মহকুমাশাসকের ভূমিকা ও দায়িত্ব জেলাশাসকের অনুরূপ বলে তাঁকে এক সময়ে 'Miniature District Magistrate' বা খুদে জেলাশাসক বলা হত। বর্তমানে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক তাঁর দায়িত্বের কিছু অংশ ভাগ করে নেওয়ায় মহকুমাশাসকের ভূমিকার গুরুত্ব কিয়দংশে হ্রাস পেয়েছে।